বীজের অংকুরোদগম

উপযুক্ত পরিবেশে বীজের ভ্রূণ থেকে যে প্রয়োজনীয় অংশ অংকুরিত ও বর্ধিত হয়ে একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদ বা চারা সৃষ্টির ইংগিত দেয় তাকে অংকুরোদগম বলে এবং বীজের অংকুরিত হওয়ার ক্ষমতাকে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বলা হয়।

বীজ অংকুরোদগমের প্রয়োজনীয়তা

বীজের সঠিকমান বজায় আছে কিনা অর্থাৎ বীজ থেকে সুস্থ চারার মাধ্যমে স্বাভাবিক গাছে পরিণত হবে কিনা তা জানার জন্য অংকুরোদগম পরীক্ষা করা হয়।

বীজ অংকুরোদগমের অনুকূল পরিবেশ

সুস্থ স্বাভাবিক ভ্রূণ অংকুরিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন পরিমিত পরিমাণে পানি, বায়ু (অক্সিজেন) ও তাপ এবং সুপ্ততামুক্ত হতে হবে।

বীজের অংকুরোদগম হার জানার পদ্ধতি

চারটি পরীক্ষার মাধ্যমে অতি সহজে বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা করা যায় যেমন:

পেট্রিডিস পদ্ধতিঃ ৪ টি পেট্রিডিসের তলায় পানিসিক্ত মোটা কাগজ বিছিয়ে তার উপর ২৪ ঘন্টা ভেজানো ১০০টি ধানবীজ বিছিয়ে দিতে হবে। ২-৪ দিন পর গজানো বীজ হিসাব করে অংকুরোদগম হার বের করতে হবে।

র‍্যাগডল বা কাপড়ের পুতুল পদ্ধতিঃ ২৪ ঘন্টা ভেজানো ১০০টি ধানবীজ ভেজা কাপড়ে বিছিয়ে কাপড়টি ১টি দণ্ডের সঙ্গে পেচিয়ে রাখতে হবে। ২-৪দিন পর ৪টি নমুনা থেকে গজানো বীজ হিসাব করে অংকুরোদগম হার বের করতে হবে।

বীজ বাক্স পদ্ধতিঃ ১টি প্লাস্টিক বা কাঠের বাক্সে মাটি ভরে তার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভেজানো ১০০টি ধানবীজ লাইন করে লাগিয়ে দিতে হবে। ২-৪দিন পর ৪টি নমুনা থেকে গজানো বীজ হিসাব করে অংকুরোদগম হার বের করতে হবে।

স্থানীয় বা দেশীয় পদ্ধতিঃ মাটির পাত্রে, কলা বা মানকচুর চেরা ডগা অথবা ভেজা চটের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভেজানো ১০০টি ধানবীজ রেখে দিতে হবে। ২-৪ দিন পর গজানো বীজ হিসাব করে অংকুরোদগম হার বের করতে হবে।

বীজের অংকুরোদগম হারঃ

$$\text{বীজের অংকুরোদগম হার} = \frac{\text{অংকুরিত বীজের সংখ্যা}}{\text{মোট ব্যবহৃত বীজের সংখ্যা}} \times ১০০$$

$$\text{বীজের পরিমাণ নির্ধারণ} = \frac{\text{বীজের হার (কেজি/হেঃ)} \times \text{জমির ক্ষেত্রফল}}{\text{বীজের অংকুরোদগম হার} \times \text{পুষ্ট ধানের সংখ্যা (\%)}}$$

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান গাছ পরিচিতি

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd